তারিখঃ০৮-০৪-২০২০।

খোলা চিঠি

বিশ্বের সকল রাষ্ট্র/সরকার এবং আই এম এফ সহ জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সকল বৈশ্বিক সংগঠনের প্রধানদের প্রতি।

ইশূ ঃ জীবন প্রথম। বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস এবং এর পরিণাম থেকে জীবন বাঁচাও।

বিশ্বের প্রধান নির্বাহী ক্লাবের সকল দায়িত্ববান সদস্য এবং তদানুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং মজুরি দাসত্ব নির্ভর তবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি বৈশ্বিক পদ্ধতির পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে সেবা করার মূল কর্তাগণের প্রতি ধন্যবাদ।

এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকেও আরো অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করোনাভাইরাসের বিরতিহীন বিশ্ব ভ্রমণ না রুখায় তা আপনাদেরকে পরাজিত করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংক্রমণ করছে যাতে সমগ্র মানবজাতি ভোগছে; সমগ্র সমাজের ভয়ানক ও সন্ত্রস্ত অবস্থা; জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি, শিল্প ও সেবা উভয় খাতে উৎপাদনের অপরিমেয় ক্ষতি; কাঠামোসমূহের ক্ষতি; অর্থনীতিতে ধস; সমাজ জীবনে বিপর্যয়; এবং মজুরী দাস ও কর্মহীন মজুর বা বেকার বা দৈনিক আয়-রোজগারীদের মারাত্মক কষ্ট ও দূর্বিষহ অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা ভাল জানেন।

দুনিয়ার এক নম্বর গণ শত্রু- করোনাভাইরাসের ব্যাপ্তি তদানুযায়ী আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য বৈশ্বিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সমেত আপনাদের একটি আধুনিক সমাজকে বিবেচনায় না নিয়ে সারা দুনিয়ায় করোনার সংক্রমণ এড়াতে করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে করোনা ট্রেনকে থামাতে একটি একক তারিখ হতে লক ডাউন যদি তা কার্যকরী হয় তা

না করে আপনারা কার্যত সমগ্র পৃথিবীটাকে লক ডাউন করেছেন অথচ, বিভিন্ন তারিখে পৃথকভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে। বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের অভিকর্ষ ও প্রাবল্য বুঝার ব্যর্থতা এবং তদানুযায়ী একই নীতি যা এখনো আপনারা অনুশীলন করছেন তা বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী– করোনাভাইরাসকে মোকাবেলা ও পরাজিত করতে আপনাদের ব্যর্থতা নয়? উল্লেখ্য,করোনাভাইরাসকে মোকাবেলা, পরাজিত এবং নির্মূল করে এর দ্বারা উদ্ভূত অনাকাংখিত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে হাতুড়েপনাই শেষ কথা নয় বরং বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা দরকার।

নিশ্চয়ই, বিভিন্ন ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মহামারী বা বৈশ্বিক মহামারীর ইতিহাস এটাই নতুন বা প্রথম বা শেষ নয় অথবা এটি বিক্ষিপ্ত জনতা সমেত প্রকৃতি–নির্ভর, স্থানীয় এবং দরিদ্র অর্থনীতির যুগ নয় বরং জীবানুবিজ্ঞানী সমেত একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ বিজ্ঞানী সহযোগে তথ্য প্রযুক্তি সমেত আধুনিক বিজ্ঞান ও যথেষ্ঠ যোগাযোগ সমৃদ্ধ মানবজাতি সহ একটি আধুনিক এবং ধনী বৈশ্বিক সমাজের নির্বাহী হচ্ছেন আপনারা। অতএব ভাইরাসসমূহ ও এদের পরিণামকে সামাল দিতে অতীতের শাসকেরা যা করেছেন, তা আপনারা করতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো করোনাভাইরাস অজানা, কিন্তু কেন?

জয়ের জন্য সঠিকভাবে যুদ্ধ করতে শত্রুকে যথাযথভাবে জানা কি শর্ত নয়? যাই হোক,আপনারা কি বলতে পারবেন ঠিক কবে আধুনিক মানবজাতির সাথে যুদ্ধের অযোগ্য যোদ্ধা– করোনাভাইরাসকে পরাজিত করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হবে অথবা করোনা এবং দূর্ভিক্ষসহ এর অভাবনীয় তবে মারাত্মক পরিণামস্বরূপ কত মানুষ মারা যাবে অথবা, কত সংখ্যক মৃতদেহ অজ্ঞাতনামা হিসেবে সৎকারের জন্য রাস্তাসহ অন্যত্র পড়ে থাকবে অথবা কখন আরো অধিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে করোনাকে প্রতিরোধ এবং সংক্রমিতদের চিকিৎসা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, ভেকসিন ইত্যাদি আবিষ্কার হবে?

নিশ্চয়ই, আপনারা ভাল করে জানেন যে, এই নিকৃষ্ট অবস্থা দ্বারা শ্রমিক, বেকার এবং কর্মহীন মানুষ বা দৈনন্দিন আয়–রোজগারীরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু, শ্রমিকেরা শুধু টাকাওয়ালা ব্যক্তিদের টাকা বানানোর মানবীয় যন্ত্রই নয় বরং আপনাদের সার্বজনীন ঘোষণামূলে তারাও মানুষ এবং সত্যিকার অর্থে তারা কেবলমাত্র মানুষই নয়,বরং আপনাদের সমাজের তবে,শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির মালিকানাধীন পণ্যের উৎপাদকও তাই, তাদেরও মর্যাদা ও নিরাপদে

বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই সেরকম অধিকার আছে। উল্লেখ্য, বিবৃত করোনাভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট দুর্ভোগ হতে সমাজের শাসক শ্রেণি এমনকি পুঁজিপতি শ্রেণির উচ্চতর ভগ্নাংশ মুক্ত নয়। সুতরাং, অচিন্তনীয় তবে আসন্ন বিপজ্জনক ও জঘন্য পরিস্থিতি এড়িয়ে জীবন বাঁচাতে ও সম্পদ রক্ষা করতে করোনাভাইরাসকে মোকাবেলা ও পরাজিত করতে বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত তৎপরতার মাধ্যমে একত্রে কাজ করা আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ এহেন ভয়ানক পরিস্থিতি ও দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টির জন্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার না করা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি ভঙ্গ করে করোনাভাইরাসকে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে ব্যবহারের জন্য একে অপরকে দোষারোপ ও বিবাদে লিপ্ত আছেন। যাই হোক, যদি কোন পক্ষের নিকট তার দাবির সপক্ষে প্রমাণ থাকে,তবে উদ্দেশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক অপপ্রচার না চালিয়ে বিশ্বের করোনা আক্রান্ত এবং শান্তিকামীদের সমর্থনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রামাণ্য নথি প্রকাশ ও দাখিল করা হচ্ছে বিচক্ষণতা ও উত্তম।

নিশ্চয়ই, একটি সাধারণ নীতি হচ্ছে এরকমঃ জীবন প্রথম। প্রধান নির্বাহী ক্লাবের বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত বৈজ্ঞানিক তৎপরতার মাধ্যমে করোনাভাইরাস এবং এর পরিণতিকে মোকাবেলা ও পরাজিত করে জীবন বাঁচাও। নিঃসন্দেহে, জীবন বাঁচাতে করোনাভাইরাসকে মোকাবেলা, পরাজিত ও নির্মূল এবং এর সৃষ্ট বাজে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে এটি একটি কার্যকরী নীতি।

সুতরাং,জীবন বাঁচাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে করোনাভাইরাসসহ অন্যান্য ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদিকে পরাজিত করতে সমগ্র মানবজাতিকে সম্পৃক্ত করে বর্ণিত নীতি অনুসরণে বৈজ্ঞানিকভাবে ও যুক্তিযুক্তভাবে যা যা করণীয় তা করা আপনাদের দায়-দায়িত্ব। সেসবের মধ্যে কিছু অবিলম্বে এবং জরুরীভাবে করতে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. সকল ভিক্টিম এবং যোদ্ধাদের সার্বিক সমর্থন প্রদান; এবং বিশ্বের সকল ক্ষতিগ্রস্তকে পুনর্বাসনে নির্বাহী ক্লাবের সকল সদস্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সেরা সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক কার্যালয়ের শুভকামনা ব্যবহার করে করোনাভাইরাস এবং এর পরিণামের বিরুদ্ধে

যৌথভাবে এবং একত্রে লড়াই ও মোকাবেলা করতে একটা বৈশ্বিক রাজনৈতিক ঐক্যমত গঠনে একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক টেলিকনফারেন্স অনুষ্ঠান করা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি আয়োজন করতে জি-৭ এর প্রধান নির্বাহীগণ একটি উদ্যোগ নিতে পারেন।

২. প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য বিধি হালনাগাদিকরণ বা পরামর্শ অথবা অন্য কোনো পরামর্শ বা উপদেশ দিতে এবং ঔষধ, ভেকসিন উদ্ভাবনের জন্য করোনাভাইরাসের উৎপত্তি, উৎস, রাসায়নিক উপাদানসমূহ, প্রকৃতি, কার্যকারীতার সময়কাল ইত্যাদি আবিষ্কারের মাধ্যমে অজানা ভাইরাসকে জানতে বিশ্বের সংশ্লিষ্ট তবে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করা। সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এটি আয়োজনের ব্যবস্থার মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

৩.(ক) যদি 'লক ডাউন' করোনা ভাইরাস ছড়ানোর হার নিয়ন্ত্রণ করে সংক্রমণের হার কমাতে সহায়ক হয়, তাহলে আপনারা এই ক্লাবের সদস্যগণ একটি যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে একটি একক তারিখ থেকে একটা বিশেষ মেয়াদের জন্য সমগ্র বিশ্ব লক ডাউন করে তা নিশ্চিত করতে বিশ্বের সকলকে অনুরোধ জানিয়ে তবে, এটিকে সফল করার শর্ত হচ্ছে স্ব স্ব সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সকল ধরনের শ্রমিক, বেকার, কর্মহীন এবং অভাবী মানুষের সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, বাড়ি ভাড়াসহ সকল পরিষেবার শুল্ক মওকুফ করা কিন্তু প্রয়োজনীয় নগদ টাকা ও উপকরণের ব্যবস্থা করবে সম্মলিতভাবে এই নির্বাহী ক্লাব।

(খ) যদি 'পরীক্ষা, পরীক্ষা এবং পরীক্ষা' নীতি কার্যকরী হয়ে থাকে, তাহলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমাতে সংক্রমিতদের শনাক্ত করে পৃথকীকরণ ও বিচ্ছিন্ন করতে যথেচ্ছভাবে পরীক্ষা করুন।

(গ) সেরা যুদ্ধ করতে জরুরী কাজে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।

(ঘ) সেরা যুদ্ধ করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবায় ভেন্টিলেটরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম নিশ্চিত করুন।

(ঙ) কোন লুকোচুরি অথবা দোষারোপের খেলা নয়, বরং পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নিশ্চিত করুন, যা প্রত্যেকের অধিকার।

৪. করোনাভাইরাসসহ অন্যান্য ভাইরাস যেমনঃ ইবোলা, ডেঙ্গু ইত্যাদি দ্বারা সংক্রমিত দুনিয়ার সকলের বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করুন।

৫. সামনের কাতারের যোদ্ধা বাহিনী–স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল জরুরি পরিষেবায় কর্তব্যরত সকল ব্যক্তির ঝুঁকি প্রণোদনা নিশ্চিত করুন।

৬. সকল শ্রমিকের বেতন বা সহায়ক অনুদানসহ ছুটি ; এবং কাজ করতে অক্ষম বিশ্বের সকল ব্যক্তিদের বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য নিশ্চিত করুন।

৭. সকল ছাঁটাইকৃত শ্রমিক বা বন্ধ হওয়া কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের কাজ বা বিকল্প কাজ নিশ্চিত করুন।

৮. ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিবে আই এম এফ কিন্তু সচ্ছল পক্ষকে বা অপব্যবহার করতে কাউকে কোনো তহবিল বরাদ্দ দেয়ার কোনো নীতি নয়।

৯. বিশ্বের করোনাভাইরাসসহ নানান ভাইরাসের সকল ভিক্টিমকে সমর্থন করতে একটি বিশেষ বৈশ্বিক তহবিল গঠন করা।

১০. করোনাভাইরাসসহ নানান ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত বা ভিক্টিম ক্ষতিগ্রস্তদের সমর্থন ও সাহায্য করতে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রধানত ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, বেকার, অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ থেকে যারা আগ্রহী তাদের নিয়ে একটি বৈশ্বিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করা। জরুরি পরিষেবার সহযোগে প্রত্যেকটি কাজ করতে হয়তোবা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অনূন্য ৫% জনকে নিয়ে এই দল গঠিত হবে।

১১. জীবাণু অস্ত্র উৎপাদন বা ব্যবহার না করা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও চুক্তি ভঙ্গের ঘটনাবলি তদন্ত করে, কেউ যদি মানবতার বিরুদ্ধে এহেন ঘৃণ্য

অপকর্ম করে থাকে, তবে দোষী বা দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করার জন্য একটি বৈশ্বিক কমিশন গঠন করা।

১২. গণধ্বংসযজ্ঞ এবং ব্যাপক বিপর্যয় থেকে জীবন বাঁচাতে জীবাণু অস্ত্রসহ সকল গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন কর।

১৩. বিজ্ঞানের সার্বিক অগ্রগতির জন্য কাজ করতে একটি বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কর।

সবশেষে, আপনারা ভালোভাবে জানেন যে, ২০১৭ সালে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১৭,৫০০ মার্কিন ডলার এবং বিশ্বের মোট জিডিপি ছিল ১২৭.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মাত্র এবং সেই মোতাবেক আজ পর্যন্ত মজুরি দাসদের দ্বারা উৎপন্ন বিশ্বে মোট পুঁজির পরিমাণ কত? বিশ্বের বর্তমান পুঁজি বা পুঁজিবাদী সম্পত্তির পরিমাণে গড় মাথাপিছু অংশ ১,৪০,০০০ মার্কিন ডলারের চেয়ে কম কি? এতদানুসারে, এই কাজগুলো করার জন্য যথেষ্ট এবং যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ আছে।
সুতরাং, জীবন বাঁচাতে সব কিছু কর এবং সর্বোত্তমের জন্য আশা কর।

ধন্যবাদ সহ

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম।
E-mail: icwfreedom@gmail.com

Web-site: http://www.icwfreedom.org/
Facebook Page(1)-
https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org
Facebook Page(2)-
https://www.facebook.com/CoronaVirus19.icwf/